



মাওলানা মুতীউর রাহমান খান
তুফায়েল আহমাদ চৌধুরী

মওদূদীবাদের স্বরূপ

মওদূদীবাদের স্বরূপ

মাওলানা মুতীউর রাহমান খান

ফাযিল, দারুল উলূম দেওবন্দ

তুফায়েল আহমাদ চৌধুরী



মুসলিম যুব সমাজ সিলেট

মওদূদীবাদের স্বরূপ

রচনায় : মাওলানা মুতীউর রাহমান খান

তুফায়েল আহমাদ চৌধুরী

প্রকাশক ও পরিবেশক : মুসলিম যুব সমাজ সিলেট

ফোন : ০১৬৭০১৬৬৫৩১

প্রথম প্রকাশ : সফর ১৪৩৪, পৌষ ১৪১৯, জানুয়ারি ২০১৩।

দ্বিতীয় সংস্করণ : রবীউল আউয়াল ১৪৩৬, পৌষ ১৪২১, ডিসেম্বর ২০১৪।

তৃতীয় সংস্করণ : জিলহাজ্জ ১৪৩৮, ভাদ্র ১৪২৪, সেপ্টেম্বর ২০১৭।

মুদ্রণে : লতিফিয়া কম্পিউটার, বন্দর বাজার, সিলেট।

প্রাপ্তিস্থান :

➡ মাকতাবাতুল মাআরিফ
৫/২, হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট
বন্দর বাজার, সিলেট।

➡ মাকতাবাতুশ শামস
৭, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মার্কেট
বন্দর বাজার, সিলেট।

➡ করিমিয়া কুতুবখানা
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট
বন্দর বাজার, সিলেট।

➡ মোহাম্মদী কুতুবখানা
ব্রহ্মময়ী বাজার
বন্দর বাজার, সিলেট।

বিনিময় : চল্লিশ টাকা মাত্র

Price: Taka 40.00, US \$ 03.00, UK £ 02.00



সূচিপত্র

মওদুদীবাদ ৪

কুরআনের উপর আক্রমণ ৫

হাদীসের উপর আক্রমণ ৬

নবী-রাসূলগণের উপর আক্রমণ ৭

সাহাবায়ে কিরামের উপর আক্রমণ ১৩

সুন্নাতে রাসূলের উপর আক্রমণ ১৬

পীর-আউলিয়া ও তাসাওউফের উপর আক্রমণ ১৭

ফিক্‌হ'র ইমামগণ ও কিতাবসমূহের উপর আক্রমণ ১৭

মাযহাবের উপর আক্রমণ ১৮

মওদুদী চিন্তাধারার ফসল জামায়াত-শিবির ২০

মুসলিম মনীষীগণের চোখে মওদুদী ২০

হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী রাহ্. ২০

শায়খুল ইসলাম সায্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্. ২১

মুফতীয়ে আযম মুহাম্মাদ কিফায়াতুল্লাহ্ রাহ্. ২২

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্কেলবী রাহ্. ২২

মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান শাফী উসমানী রাহ্. ২৩

আল্লামা যাকার আহমাদ উসমানী রাহ্. ২৪

মুফতী সায্যিদ মাহদী হাসান রাহ্. ২৪

আল্লামা গোলাম গাউস হাযারবী রাহ্. ২৫

মুহাদ্দিসে কবীর আল্লামা ইউসুফ বিন্মৌরী রাহ্. ২৫

মুফতী রশীদ আহমাদ লুখিয়ানবী রাহ্. ২৫

আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ্. ২৬

আকাবিরে উম্মাতের সর্বসম্মত ফাতওয়া ২৯

তানযীমে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ ৩০

শীআ'র কয়েকটি মৌলিক আকীদা ৩১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মওদূদীবাদ

মওদূদীবাদ হচ্ছে পাকিস্তানের আবুল আলা মওদূদী প্রবর্তিত একটি মতবাদ। মওদূদী কোন আলিম নন। তিনি লেখাপড়া করেছেন সামান্যই যা ছিল কোন অফিসের কেরানী হওয়ার পর্যায়ে। জামায়াতের সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান লিখেন, “কোন অফিসে কেরানীগিরি করা অথবা কারো অধীনে চাকরি করা ছিল তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। অতএব তার লেখনি শক্তিকেই তিনি একমাত্র অবলম্বন মনে করলেন।” [আব্বাস আলী খান, মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস (বাংলা), ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, প্রকাশকাল : জুন ২০১১, পৃষ্ঠা : ৩৮] আর এ লেখালেখির কাজ তিনি নিয়ায ফতেহপুরীর কাছ থেকে শিখেছিলেন যিনি একজন নাস্তিক, আল্লাহ ও আখিরাতে অবিশ্বাসী। [ইনকেশাফাত (উর্দু), পৃষ্ঠা : ৮] জীবিকা নির্বাহের জন্য লেখালেখির ব্যবসা বেশ কয়েক বছর চালানোর পর খুব সুস্বভাবের একটা দল গঠন করেন এবং এ দলের নাম রাখেন ‘জামায়াতে ইসলামী’ যা শুনতে খুব শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয়। কিন্তু তার আকাইদ মুসলমানদের আকাইদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এজন্য জামায়াতে ইসলামী গঠনের পর মওদূদী যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, “জামায়াতে ইসলামীতে প্রবেশের পূর্বে সবাইকে নতুনভাবে কালিমা পড়তে হবে, আর জামায়াতে ইসলামী থেকে ফিরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে মুরতাদ (ধর্মদ্রোহী) হয়ে যাওয়া।” [রোদাদে জামায়াতে ইসলামী (উর্দু)] জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে মওদূদী বলেন, “আমাদের বিশ্বাস এই যে, এটা একটা দাওয়াত ও কর্মপন্থা যা ব্যতীত অন্যান্য সকল দাওয়াত ও কর্মপন্থা একেবারে ভ্রান্ত।” [তরজমানুল কুরআন (উর্দু), খণ্ড : ২৬, সংখ্যা : ৩, পৃষ্ঠা : ১১১] অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী ছাড়া বাকি সব ভুল ও বাতিল। তিনি আরো বলেন, “মানুষের মনে ইসলামের যে রূপরেখা প্রচলিত রয়েছে তা পুরোপুরি ধ্বংস না করে নতুন নকশা পেশ করা একান্তই মূর্থতা।” [তরজমানুল কুরআন (উর্দু), খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৪] এজন্য তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ ধ্বংস করার জন্য একে একে সবগুলোর উপর তার ধারালো কলম দিয়ে আক্রমণ চালান।

কুরআনের উপর আক্রমণ

১. মুসলমানদের বিশ্বাস, কুরআন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তিনিই এর শব্দ ও অর্থের হিফাযাত করবেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, “নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হিফাযাতকারী।” (সূরা তুল হিজর, আয়াত : ৯) কিন্তু মওদুদী লিখেন, “কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর (অর্থাৎ কুরআনের চারটি পরিভাষা যথা দীন, ইলাহ, রব, ইবাদাত) যে মূল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণে কুরআনের তিন-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি শিক্ষা বরং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।” [আবুল আলা মওদুদী, কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা (বাংলা), অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০১০, পৃষ্ঠা : ১৪-১৫] এ কথার অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন হিফাযাতের যে দায়িত্ব নিয়েছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মওদুদীর মতে, একশ বছর পরের ক্ষণজন্মা উলামায়ে কিরাম ও ইমামগণ যাদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ বিন হাম্বল, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আশআরী, মাতুরীদী, গাযালী, রায়ী, বড় পীর আবদুল কাদির জীলানী, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্তী, শাহজালাল ইয়ামানী, হুসাইন আহমাদ মাদানী, মুশাহিদ বায়মপুরী, আবদুল করীম শায়খে কৌড়িয়া রাহিমাহুমুল্লাহর মত লক্ষ লক্ষ পীর-আউলিয়া, ইমাম, মুজতাহিদ, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস রয়েছেন কেউই কুরআনের সঠিক অর্থ বুঝেননি ও মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেননি। অপরদিকে সমগ্র উম্মাত যখন কুরআনের মর্ম হিফাযাতের অবহেলার পাপে নিমজ্জিত ছিলেন কিংবা কুরআনের মর্ম বিকৃতিতে মত্ত ছিলেন তখন এমন পাপী, অসাপু ও কুরআনের শত্রুদের মাধ্যমে পৌছা কুরআনের শব্দের বিশুদ্ধতা কিভাবে নির্ভরযোগ্য হতে পারে? অতএব মওদুদীর কুরআনের মর্ম-বিকৃতির আকীদার অপরিহার্য ফল কি এই দাঁড়ায় না যে, কুরআনের শব্দও বিকৃত হয়ে গেছে। আর তিনি কুরআনের সঠিক অর্থ কোথেকে পেলেন? অথচ তার হাদীস-তাফসীরের কোন উস্তাদ নেই।

২. মুসলমানদের বিশ্বাস, কুরআনের একটা আয়াতও যদি কেউ অস্বীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যায়। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মওদূদী লিখেন, “তঁার মতো একজন উচ্চ মর্যাদার সাহাবী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি নাকি এ সূরাদ্বয়কে (ফালাক ও নাস) কুরআনের সূরাই মানতেন না। বস্তুত এ ধরনের বর্ণনার কারণে ইসলামের দুশমনদের পক্ষে কুরআনের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টির একটা অতি বড় সুযোগ লাভ সম্ভবপর হয়েছে। তারা বলার সুযোগ পেয়েছে যে, (নাউয়ু বিল্লাহ) কুরআন মজীদ বুঝি বিকৃত ও রদ-বদলের হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত নয়। এ আক্রমণ থেকে কুরআনকে রক্ষা করার জন্য কাযী আবু বকর আল-বাকিল্লানী ও কাযী ইয়ায ইবনে মাসউদের উপরিউক্ত কথার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তঁারা বলেছেন, ইবনে মাসউদ সূরা দুটির কুরআনের অংশ হওয়ার কথা অস্বীকার করতেন না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু কুরআনের এ সূরা দু’টিকে অস্বীকার করার দরুন (নাউয়ু বিল্লাহ) তিনি কাফির হয়ে গেছেন, এমন কথা বলার দুঃসাহস কেউই করেনি।” [আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন (বাংলা), ১৯শ খণ্ড, অনুবাদ : মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২২ প্রকাশ : এপ্রিল ২০১১, পৃষ্ঠা : ৩১৬-৩২০] পাঠকদের কাছে আবেদন, একটু ভেবে দেখুন, এখানে মওদূদী কীভাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় একজন মর্যাদাশীল সাহাবীর উপর কুরআনের দুটো সূরা অস্বীকারের মত জঘন্য একটা অপবাদ দিলেন! আর এ মিথ্যা অপবাদের ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, কেউ কুরআনের দু’এক সূরা অস্বীকার করলেও কাফির হয় না। অপরদিকে তিনি ইসলামের দুশমনদের জন্য এ কথা বলার সুযোগ করে দিলেন যে, কুরআন শরীফ বিকৃতি ও রদবদলের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

হাদীসের উপর আক্রমণ

১. মওদূদী লিখেন, “হাদীস বর্ণনার মূলনীতি বাদ দেন। আধুনিক এ যুগে প্রাচীনকালের আজোবাজে কথা কে শুনে?” [তরজমানুল কুরআন (উর্দু), খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ২, পৃষ্ঠা : ১১১]
২. মওদূদী আরো লিখেন, “আপনাদের মতে মুহাদ্দিসগণ যেসব রেওয়ায়াতকে সনদের দিক থেকে সহীহ বলেছেন তার প্রতিটি রেওয়ায়াতকেই হাদীসে রাসূল হিসেবে স্বীকার করে নেয়া জরুরী। কিন্তু

আমাদের মতে এটা জরুরী নয়। সনদের বিশুদ্ধতাকে হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আমরা অত্যাৱশ্যক দলীল মনে করি না।” [আবুল আলা মওদুদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (বাংলা), প্রথম খণ্ড, অনুবাদ : আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ষষ্ঠ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১৭৩]

৩. মওদুদী বলেন, “হাদীসসমূহ কিছু সংখ্যক মানুষের কাছ থেকে কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এর দ্বারা বেশি থেকে বেশি যদি কিছু অর্জিত হয় তবে তা সহীহ হওয়ার ধারণা, তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস বা ইয়াকীন রাখা যায় না।” [তরজমানুল কুরআন (উর্দু), খণ্ড : ২৬, সংখ্যা : ৩, পৃষ্ঠা : ২৬৭]
৪. বুখারী শরীফে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি সারা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে স্বীয় বোন বলেছেন। হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনা সম্পর্কে মওদুদী বলেন, “এটা একেবারেই মিথ্যা।” [আবুল আলা মওদুদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (বাংলা), দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব ও আবদুল আযীয, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ষষ্ঠ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা : ২৯]
৫. মওদুদী আরো বলেন, “কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা সর্বাঞ্চে। কিন্তু তাফসীর ও হাদীসের পুরাতন ভান্ডার থেকে নয়।” [আবুল আলা মওদুদী, তানকীহাত (উর্দু), নয়াদিহ্লী : মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃষ্ঠা : ১৪৮]

পাঠকগণ, একটু চিন্তা করুন, হাদীস অস্বীকারকারী পারভেজী মতবাদীদের উক্তি থেকে মওদুদীর উক্তিগুলো কোন অংশে কম কি?

নবী-রাসূলগণের উপর আক্রমণ

মুসলমানদের বিশ্বাস যে, নবীগণ আলাইহিমুস সালাম ছোট-বড় সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে পবিত্র। কারণ নবীগণের সহজাত প্রকৃতিই এমন নির্মল, পবিত্র ও আবিলতামুক্ত যে, পাপাচার ও নাফরমানী করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। স্বভাবতই তাঁরা বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ। উপরন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নুৱওয়াতের জন্য নির্বাচন করেছেন। তাঁদের উপর আল্লাহ তাআলার সার্বক্ষণিক হিফাযাত ও প্রহরা বিদ্যমান থাকে যাতে উম্মাত নিঃসন্দেহে তাঁদের ইত্তেবা করতে পারে।

মওদুদীর উক্তি লক্ষ্য করুন

১. দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইয়াহুদীরা কুৎসা রটনা করেছিল যে, উরিয়্য নামক জনৈক ব্যক্তির স্ত্রীর উপর দৃষ্টি পড়ায় দাউদ ঐ সুন্দরী রমনীর রূপ-লাবণ্যে আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাকে বিয়ে করার জন্য উরিয়্যার কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আবেদন করেন। মওদুদী ইয়াহুদীদের এ ভিত্তিহীন অপবাদের উপর নির্ভর করে দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভাষ্য প্রদান করেন, “হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তাঁর যুগের ইসরাঈলী সাধারণ সমাজ প্রথায় প্রভাবান্বিত হয়ে উরিয়্যার কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আবেদন করেছিলেন।” [আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমাত (উর্দু), দ্বিতীয় খণ্ড, নয়া দিল্লী : মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা : ৫৬] কোন নবীর উপর এ ধরনের অপবাদ আরোপ করা মুসলমানের পক্ষে মানায় না। এটা বদদীনী আকীদার নামাস্তর। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ইয়াহুদীদের মনগড়া ভিত্তিহীন উক্তি মাত্র। এ হচ্ছে তাদের ষড়যন্ত্র।
২. মওদুদী আরো বলেন, “অন্যের কথা তো ভিন্ন, পয়গাম্বরগণও পর্যন্ত বহুবার কুপ্রবৃত্তির রাহাজানীর বিপদের সম্মুখীন হন। যেমন হযরত দাউদের মত মর্যাদাশীল পয়গাম্বরকেও একবার সতর্ক করা হয়েছে।” [আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমাত (উর্দু), প্রথম খণ্ড, নয়া দিল্লী : মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০১, পৃষ্ঠা : ১৯৫] মুসলমানদের আকীদা হল নফসে শরীরের রাহাজানী থেকে অনেক ওলীও মাহফূয হয়ে থাকেন। নবীগণের বেলায় আর কি-ই বলা যায়!
৩. তিনি আরো বলেন, “হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কর্মে কুপ্রবৃত্তির কিছুটা দখল ছিল, তাঁর শাসন ক্ষমতার সাথে অসঙ্গত ও অশোভনীয় ব্যবহারেরও সম্পর্ক ছিল। আর তা ছিল এমন ধরনের কাজ যা হক পন্থায় রাজ্য শাসনকারী কোন শাসকের পক্ষেই শোভা পায় না।” [আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমাত কুরআন (উর্দু), চতুর্থ খণ্ড, নয়া দিল্লী : মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা : ৩২৭] এর জবাবে মুসলমান ‘নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক’ পড়বে এবং মওদুদী ফিতনা থেকে নবীর উম্মাতকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

৪. ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, “আমাকে মিশরের খাজানাসমূহের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে দেন।” (সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৫) এ অর্থই মুসলমানরা নিয়ে থাকেন। কিন্তু মওদুদী বলেন, “এটা কেবলমাত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ের পদের আবেদনই ছিল না যেমন কোন কোন লোক মনে করে থাকেন, বরং তা ছিল ‘ডিক্টেটরশীপ’ লাভের দাবী। এর ফলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে পজিশন লাভ করেছিলেন তা প্রায় এ ধরনেরই ছিল যা ইটালির মুসোলিনির রয়েছে।” [আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমাত (উর্দু), দ্বিতীয় খণ্ড, নয়া দিল্লী : মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা : ১২২] Dictatorship বা ‘একনায়কত্ব’ শব্দটি কতই না আপত্তিকর ও অবমাননাসূচক! তাছাড়া বিশ্বের ইতিহাসে মুসোলিনি (Benito Mussolini: Dictator and leader of Italian Facists from 1922 to 1943) হচ্ছে একজন জালিম একনায়ক স্বৈরাচারী। এমন নিকৃষ্ট ব্যক্তির সাথে মানবতার চূড়ান্ত পদমর্যাদায় আসীন মহান নবীকে তুলনা করা চরম ধৃষ্টতা বৈ অন্য কিছু নয়। এসব ফিতনা থেকে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের হিফাযাত করুন, আমীন।
৫. মওদুদী লিখেন, “হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম থেকে রিসালাতের দায়িত্ব আদায়ে বেশ কিছু ক্রটি হয়ে গিয়েছিল, খুব সম্ভব সময় আসার পূর্বেই তিনি অধৈর্য হয়ে নিজ স্থান ত্যাগ করেছিলেন।” [আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন (উর্দু), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩১২-৩১৩] নবী-রাসূলগণের কেউই রিসালাতের দায়িত্ব পালনে কোন রকম শৈথিল্য বা ক্রটি করতে পারেন না। এ থেকে তাঁরা সবাই নিষ্কলুষ ও মাসূম। এতে কারো কোন মতবিরোধ নেই।
৬. নূহ আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে মওদুদী লিখেন, “অনেক সময় কোন সূক্ষ্ম কুপ্রবৃত্তির বিষয়ে নবীর মত উচ্চ মর্যাদাশীল ও মহানুভব ব্যক্তিও কিছু সময়ের জন্য মানবিক দুর্বলতার কাছে পরাজিত হয়ে থাকেন। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সতর্ক করে দেন—যে সন্তান হকের পথ ত্যাগ করে বাতিলের সাথে মিশে গেছে তাকে কেবল তোমার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করার সুবাধে আপন মনে করা জাহিলিয়াতের এক অনুভূতি মাত্র, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর অন্তর থেকে বেপরওয়া হয়ে এমন চিন্তাধারায় ফিরে আসেন যা ইসলামের চাহিদাসম্মত।” [আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন (উর্দু), দ্বিতীয় খণ্ড, নয়া দিল্লী : মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী

পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা : ৩৪৪] একজন উচ্চ মর্যাদাশীল নবীকে মানবিক দুর্বলতার শিকার, জাহিলিয়াতের অনুভূতিসম্পন্ন, ইসলামী চাহিদার পরিপন্থী ইত্যাদি মন্দ অভিধায় কোন মুসলমান ভূষিত করতে পারে না।

৭. আদি পিতা আদাম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মওদুদী বলেন, “এখানে আদাম আলাইহিস সালাম থেকে প্রকাশিত এ মানবিক দুর্বলতার হাকীকাত বুঝে নিতে হবে। মোটামুটি এক তাৎক্ষণিক আবেগ যা শয়তানের প্রলোভনের ছত্রছায়ায় সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর উপর আত্মবিস্মৃতির জন্ম দেয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দুর্বল হতেই তিনি আনুগত্যের উচ্চ মর্যাদা থেকে পাপের নিম্ন গহবরে পতিত হন।” [আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন (উর্দু), তৃতীয় খণ্ড, নয়া দিল্লী : মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা : ১৩৩] মুসলমানদের আকীদা হচ্ছে নবী থেকে পাপাচার ও নাফরমানী প্রকাশ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। নবী আলাইহিস সালাম সকলেই মাসুম, নিষ্পাপ।

সম্ভবত মওদুদী এ ধরনের শব্দ প্রয়োগকে আদবের পরিপন্থী মনে করেন না। তাইতো আশ্বিয়ায়ে কিরামের মত সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেলায়ও এ ধরনের শব্দ ব্যবহার সঠিক মনে করেছেন। অথচ মুসলমানদের বিশ্বাস হল আশ্বিয়ায়ে কিরামের শানে বেআদবিমূলক শব্দ প্রয়োগ করা ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। এখন যদি একই শব্দগুলো মওদুদীর নিজ চরিত্রে লেপন করা হয় যা তিনি আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের শানে ব্যবহার করেছেন তবে আশা করি তিনি কিংবা তার ভক্ত ও অনুসারীদের কাছে অপছন্দনীয় হবে না। যেমন বলা যেতে পারে :

অনেক সময় কোন জটিল কুপ্রবৃত্তিগত বিষয়ে মওদুদীর মত উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিও মানবিক দুর্বলতার কাছে পরাজিত হয়ে যেতেন যা ছিল জাহিলিয়াতের অনুভূতির ফলস্বরূপ। তিনি তার যুগের ইসরাঈলী সাধারণ সমাজ প্রথায় প্রভাবান্বিত হয়ে পড়তেন। মওদুদী থেকে নেতৃত্বের দায়িত্ব আদায়েও বেশ কিছু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল, খুব সম্ভব সময় আসার পূর্বেই তিনি অধৈর্য হয়ে নিজ অবস্থান পরিবর্তন করতেন। তার কর্মে কুপ্রবৃত্তির দখল ছিল, তার ক্ষমতায় অসংগত ও অশোভনীয় ব্যবহারেরও সম্পর্ক ছিল, আর তা ছিল এমন ধরনের কাজ যা হক পন্থায় নেতৃত্বদানকারী কোন নেতার পক্ষেই শোভা

পায় না। আসলে তার দাবী কেবলমাত্র সংগঠনের তত্ত্বাবধায়কের পদই ছিল না যেমন কোন কোন লোক ধারণা করে থাকেন, বরং তা ছিল ডিস্ট্রিটরশীপ লাভের দাবী। এর ফলে মওদুদী যে পজিশন লাভ করেছিলেন তা প্রায় এ ধরনেরই ছিল যা ইটালীর মুসোলিনি ও জার্মানীর হিটলার অর্জন করেছিলেন। মোটকথা মওদুদী থেকে প্রকাশিত এসব মানবিক দুর্বলতার স্বরূপ বুঝে নিতে হবে যে, শয়তানের উস্কানীর ছত্রছায়ায় জন্ম নেয়া তাত্ত্বিক আবেগ তাকে আত্মভোলা করে ফেলত। আর আত্মনিয়ন্ত্রণের বাঁধন শিথিল হতেই তিনি আল্লাহর আনুগত্যের উচ্চ মর্যাদা থেকে নাফরমানীর নিম্নস্তরে পতিত হতেন।

আমার ধারণা, কোন মওদুদী প্রেমিক মওদুদী সম্পর্কে উল্লিখিত ভাষ্য বরদাশ্ত করতে পারবে না। যদি এসব কথা মওদুদীর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় অর্থাৎ যদি মওদুদীর জন্য অবমাননাসূচক হয় বা তার বেলায় বেআদবীমূলক হয় তাহলে চিন্তা করুন ও ইনসাফের সাথে বলুন তা আশ্বিয়ায় কিরামের শানে সাজবে কি?

মওদুদীবাদীদের নেতা দু'এক নবীর ব্যাপারে নয়, আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের শানে যখন এ সমস্ত কুউপাধি ও বেআদবীমূলক শব্দ প্রয়োগ করেছেন তখন তার অনুসরণ ও অনুকরণকারীদের তা বরদাশ্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক হয়ে গেছে, বরং তারা এসবকে সঠিক বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা এগুলোকে দৃষ্ণীয় এমনকি ভুলও মনে করে না। অন্যথায় তারা ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করত যে, মওদুদী গুমরাহ্ এবং মওদুদিয়াত প্রকাশ্য বদদীনী। বরঞ্চ তাদের নেতা মওদুদীকে এসব উপাধিতে ভূষিত করা হলে তারা উলামায়ে কিরাম ও মুসলমানদের উপর রেগে ফেটে পড়ে এবং লোকদের ধোঁকা দেয়ার লক্ষ্যে চতুর্দিকে আওয়াজ তুলে ও মিছিল দিতে থাকে, মৌলবীদের ফাতওয়াবাজীতে কান দিও না। তার সাথে সাথে এসব মওদুদীবাদীরা খোদ মুসলমানদের দীন ধ্বংস করতে থাকে এবং আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সমালোচনা ও দোষচর্চা করতে থাকে। আর আইম্মা, মাশায়িখ ও উলামায়ে হাক্কানীকে হেয় করতে থাকে। হে আল্লাহ্, তামাম মুসলিম জাতিকে এদের ধোঁকা থেকে হিফাযাত করুন, আমীন।

আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে মওদুদীর যেসব আক্রমণাত্মক ভাষ্য নমুনাস্বরূপ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মূলত তা একটা মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি বলেছেন। মওদুদী তার দলের জন্য নির্ধারিত সে মূলনীতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলে দিয়েছেন, “আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছে করে প্রত্যেক নবী থেকে

কোন না কোন সময় স্বীয় হিফাযাত উঠিয়ে নিয়ে দু'একটা ভুল-ত্রুটি হতে দিয়েছেন।” [আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমাত (উর্দু), দ্বিতীয় খণ্ড, নয়া দিল্লী : মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা : ৫৭] এটা এমন মূলনীতি যা আজ পর্যন্ত কোন মুসলিমের মুখ থেকে নির্গত হয়নি। এ মূলনীতির আলোকে মওদুদী যত কথা বলেছেন তা থেকে অন্যান্য নবীগণের বেলায় আর কী বলব, আমাদের প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে তার উক্তি দেখে নেন এবং মওদুদী আকীদাও জেনে নেন।

৮. মওদুদী আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বলেন, “আল্লাহর নিকট কাতর কণ্ঠে এই দোয়া কর যে, তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে তোমার দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে কিংবা তাতে যে অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন।” [আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন (বাংলা), ১৯শ খণ্ড, অনুবাদ : মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৩ প্রকাশ : মার্চ ২০০৭, সূরা নাসর : ৪নং টীকা, পৃষ্ঠা : ২৮৬]

৯. মওদুদী আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আরো বলেন, “সুতরাং এ মহান কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁর প্রশংসা স্তুতি প্রকাশ কর এবং তাঁর দরবারে আবেদন কর : প্রভু পরওয়ারদেগার! দীর্ঘ ২৩ বছরের এ খেদমতকালে আমার দ্বারা যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তা ক্ষমা করে দাও!” [আবুল আলা মওদুদী, কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা (বাংলা), অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০১০, পৃষ্ঠা : ১১৮]

১০. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের বক্তব্য হচ্ছে, “অতঃপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা কর এবং তাঁর কাছেই (গুনাহ-খাতার জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা কর।” [কর্মী প্রশিক্ষণ সহায়িকা (বাংলা), প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির, সিলেট মহানগরী, পৃষ্ঠা : ৯-১০; কর্মী মানোন্নয়ন সহায়িকা (বাংলা), প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির, সিলেট জেলা পশ্চিম, পৃষ্ঠা : ৩৬]

দুনিয়ার তামাম মুসলিম পূর্বসূরী থেকে উত্তরসূরী পর্যন্ত কেউই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমন নিকৃষ্টতম কথা আজো উচ্চারণ করেননি। বরং এরকম বাক্য ও মর্মকে প্রকাশ্য অনৈসলামী বলে জানেন ও মানেন। নবীগণ থেকে নুবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি হতে পারে না।

১১. মুসলিম মাত্রই জানেন যে, ওয়ায, তালকীন ও জিহাদের মত পদ্ধতিসমূহ যা নবীগণ আলাইহিমুস সালাম মানুষকে দীন কবুল করাতে অবলম্বন করেছেন তার কোনটাই তাঁরা উদ্ভাবন করেননি, বরং আল্লাহ যখন তাঁদেরকে যে আদেশ দিয়েছেন তখন তাঁরা তা-ই অবলম্বন করেছেন। আর আল্লাহর নির্দেশিত কোন পদ্ধতিই ব্যর্থ হতে পারে না। তাছাড়া নবী কিংবা অন্যান্য দাঈর সফলতা ও কামিয়াবী মানুষের দীন কবুল করার মধ্যে নয়, বরং আল্লাহর হুকুম পালনের মধ্যে নিহিত। কিন্তু মওদূদী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেন, “ওয়ায ও তালকীনে ব্যর্থতার পর ইসলামের দাঈ তলোয়ার হাতে নিলেন।” (আবুল আলা মওদূদী, আল-জিহাদ ফিল ইসলাম (উর্দু), পৃষ্ঠা : ১৭৪) এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আল্লাহর নির্দেশিত কর্মপদ্ধতির প্রতি চরম বেয়াদবী নয় কি? অধিকন্তু তার এ মন্তব্য ইসলামের শত্রুদের এ বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি নয় কি যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

সাহাবায়ে কিরামের উপর আক্রমণ

মুসলমানদের বিশ্বাস, সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম সবাই বেহেশতী। দীনের ব্যাপারে তাঁরা সবাই নির্ভরযোগ্য। তাঁদের প্রতি মহব্বত, ভক্তি-শ্রদ্ধা হচ্ছে ঈমানের অংশ এবং তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা হচ্ছে কুফরী ও মুনাফিকী। কিন্তু মওদূদী তাঁদেরকে হয়ে প্রতিপন্ন করা এবং তাঁদের প্রতি মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা নষ্ট করার জন্য তাঁদের উপর মিথ্যা অপবাদের বাড় তুলেন। নিম্নে তার কিয়দংশ প্রদত্ত হল :

১. মওদূদী বলেন, “যে সমাজে ব্যাপকভাবে সুদখোরী প্রচলিত থাকে সেখানে এই সুদখোরীর কারণে দু’প্রকারের নৈতিক ব্যাধি দেখা দেয়। তা হলো সুদ গ্রহণকারীদের মধ্যে লোভ-লালসা, কার্পণ্য ও স্বার্থপরতা; আর সুদদাতাদের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা। ওহুদের পরাজয়ের পিছনে

এ উভয় প্রকার রোগেরই কিছু-না-কিছু প্রভাব বিদ্যমান ছিল।” [আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন (বাংলা), দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদ : মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১২ প্রকাশ : জুন ২০১২, সূরা আলি ইমরান : ৯৯নং টীকা, পৃষ্ঠা : ৬০] মওদুদীর মতে, সুদখোরীর কারণে সৃষ্ট নৈতিক রোগ যথা লোভ-লালসা, কপণতা, স্বার্থপরতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল তার প্রভাবে উহুদের যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের চরিত্রের উপর এত জঘন্য অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা কোন ইয়াহুদী-খৃষ্টানও কোন দিন করেনি।

২. তিনি আরো বলেন, “খুতবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পেছনে শরীয়তের যেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিহিত রয়েছে, শ্রোতাদের বোধগম্য নয় এমন কোন ভাষায় খুতবা পড়া হলে সেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নাস্যাৎ হয়ে যায়। খুতবা না বুঝলে সার্বিক ক্ষতি সাধিত হয়। খুতবা না বুঝার কারণে যে সার্বিক ক্ষতি অনিবার্য হয়ে ওঠে, তা দূর করার কোন উপায় নেই। ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতের কাজের প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা রাসূল (সাঃ)-এর পর সাহাবীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী ছিল এবং তাদের আমলে প্রচুর পরিমাণ অনারব দেশ বিজিত হয়েছিল, যার অধিবাসীরা আরবী জানতো না। অথচ তা সত্ত্বেও তারা আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুতবা দিতেন না। প্রত্যেক বিজয়ী জাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উদ্ভব হয়ে থাকে তাদের মধ্যে তার উদ্ভব না হয়ে পারে কিভাবে? বিজিত জাতিগুলোর ভাষা এড়িয়ে চলা, নিজেদেরকে তাদের বোলচাল থেকে মুক্ত রাখা এবং তাদের মধ্যে নিজেদের ভাষাকে চালু করার প্রবণতা— তাদের জন্য একটা স্বভাবসুলভ ব্যাপার ছিল। তাদের মধ্যে এ প্রবণতা জন্মলাভ করাটা ছিল বিজয় ও পরাক্রমের সহজাত দাবী।” [আবুল আলা মওদুদী, নির্বাচিত রচনাবলী (বাংলা), দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদ : আকরাম ফারুক ও আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯১, পৃষ্ঠা : ৪৮২-৪৮৬] লক্ষ্য করুন, মওদুদীর ভাষ্যমতে জুমুআর খুতবা একমাত্র আরবী ভাষায় না হয়ে শ্রোতাদের বোধগম্য ভাষায় হওয়া আবশ্যিক এবং এমন না হলে শরীআতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নাস্যাৎ হয়ে যায়, আর এমন সার্বিক ক্ষতি সাধিত হয় যা দূর করার কোন উপায় নেই। তা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের নফসের চাহিদার

পেক্ষিতে তা করেননি। তাহলে তাঁরা কি বিশ্বস্ত থাকেন? আর তাঁদের দ্বারা বর্ণিত কুরআন-হাদীস তথা দীনের যাবতীয় হুকুম-আহকাম কি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য থাকে? খুতবা একমাত্র আরবী ভাষায় না হয়ে শ্রোতাদের ভাষায় হওয়ার আবশ্যকতার ফাতওয়া একান্তই মওদুদীর নিজস্ব রুচি। শরীআতের এ মাসআলায় নিজের রুচি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি সাহাবায়ে কিরামের বিশ্বস্ততার উপর কুঠারাঘাত করে বসেন, যার ফলে তাঁদের দ্বারা বর্ণিত কুরআন-হাদীস তথা পুরো দীন ও শরীআত সন্দেহের কবলে পড়ে যায়। বিষয়টা কতই না দুঃখজনক! তাছাড়া তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে দীনের মহব্বত ও গুরুত্ব ছিল না, যা তার মধ্যে আছে। এমন জঘন্যতম খিয়ানতে অভিযুক্ত করে মওদুদী প্রকারান্তে সাহাবায়ে কিরামকে ইসলাম থেকে খারিজ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। আসলে এ রকম মনোভাব কত যে নিকৃষ্ট চিন্তাধারার ফসল তা বলাই বাহুল্য।

৩. উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মওদুদী লিখেন, “তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে একের পর এক বিরাট বিরাট পদ দান করতে থাকেন। তিনি তাদেরকে এমন সব সুযোগ-সুবিধা দান করেন, যা জনগণের মধ্যে সাধারণভাবে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।” [আবুল আলা মওদুদী, খেলাফত ও রাজতন্ত্র (বাংলা), অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, অষ্টম প্রকাশ : জুলাই ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১০৬] এটা তৃতীয় খলীফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের একটা ষড়যন্ত্র মাত্র।
৪. ওয়াহী লেখক মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মওদুদী লিখেন, “হযরত মুয়াবিয়া রা.-র শাসনামলে একটি নিকৃষ্টতম বেদআত চালু হয়। তিনি নিজে এবং তার গভর্নরগণ মিম্বারে দাড়িয়ে খুতবায় হযরত আলী রা.-র উপর প্রকাশ্যে গাল-মন্দ শুরু করেন।” [আবুল আলা মওদুদী, খেলাফত ও রাজতন্ত্র (বাংলা), অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ : জুলাই ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১৭১] এটা ছিল মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর গভর্নরদের উপর শীআ’র সাজানো একটা জঘন্যতম মিথ্যা অপবাদ। (দ্রষ্টব্য : বুখারী শরীফ, বাবু মানাকিবে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু)

৫. তিনি আরো লিখেন, “গনীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারেও হযরত মুয়াবিয়া রা. কিতাবুল্লাহ্ এবং সুন্নাতে রাসূলের স্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেন।” [আবুল আলা মওদুদী, খেলাফত ও রাজতন্ত্র (বাংলা), অনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, অষ্টম প্রকাশ : জুলাই ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১৭২] মওদুদী যে ঘটনার উপর ভিত্তি করে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর এত বড় মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত ঘটনায় মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূলের বিধানকে সম্মত করেছেন এবং এটা তাঁর গৌরবোজ্জল কীর্তি হিসেবে গণ্য। (মুখতাসার তারীখে ইবনে আসাকির, মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী অধ্যায়)

সুন্নাতে রাসূলের উপর আক্রমণ

সকল মুসলমানের জানা আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের মত দাঁড়ি রাখা ইসলামের অংশ। কিন্তু মওদুদী তাঁদের মত বড় দাঁড়ি রাখাকে সুন্নাতে তৌহীদ মনেই না, বরং তার মতে একে সুন্নাতে মনে করা এক শক্ত বিদআত এবং দীনের বিপজ্জনক বিকৃতি। তিনি লিখেছেন, “উসওয়া, সুন্নাতে এবং বিদআতে প্রভৃতি পরিভাষার যেসব অর্থ আপনাদের সেদিকে সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে সেগুলোকে আমি ভ্রান্ত, বরং দ্বীনের বিকৃতিকারী মনে করি। ‘রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতো লম্বা দাড়ি রেখেছেন তত লম্বা দাড়ি রাখাই হলো সুন্নাতে রসূল বা উসওয়ায়ে রসূল’, আপনার এ ধারণার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আপনি রসূলের অভ্যাসকে ছবছ রসূলের সেই সুন্নাতের সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করেছেন, যা জারি ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য আশিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হয়েছিলেন। আমার মতে এটা যে সুন্নাতের সঠিক সংজ্ঞা নয় শুধু তাই নয়, বরঞ্চ এ সম্পর্কে আমার আকীদাই হলো, এ ধরনের জিনিসকে সুন্নাতে বলে আখ্যায়িত করা এবং তার অনুসরণের জন্যে বাড়াবাড়ি করা একটা মারাত্মক ধরনের বিদআত এবং এটা দ্বীনের একটা বিপজ্জনক বিকৃতি যার মন্দ পরিণতি পূর্বেও প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রকাশ হওয়ার আশংকা রয়েছে।” [আবুল আলা মওদুদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (বাংলা), প্রথম খণ্ড, অনুবাদ : আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ষষ্ঠ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১৮২-১৮৩]

পীর-আউলিয়া ও তাসাওউফের উপর আক্রমণ

তাসাওউফ বা ইহুসান (পীর-মুরীদী) দীনের অংশ যার অপরিসীম গুরুত্ব কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মওদূদী এ ব্যাপারে লিখেন, “বর্তমানে যিনি তাজদীদে দীনের কাজ করতে চাইবেন তাঁকে অবশ্যি সুফিদের ভাষা-পরিভাষা, রূপক-উপমা, পীর-মুরীদী এবং তাদের পদ্ধতি স্মরণ করিয়ে দেয় এমন প্রতিটি জিনিস থেকে মুসলমানদেরকে দূরে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে বহুমুত্র রোগীকে যেমন চিনি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় মুসলমানদেরকে অনুরূপভাবেই উল্লেখিত বিষয়গুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।” [আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন (বাংলা), অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০০৭, পৃষ্ঠা : ৮৭] তার মতে খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে তাইমিয়া, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্, শাহ্ ইসমাঈল শহীদ রাহিমাহুমুল্লাহ্ তাঁদের কেউই পরিপূর্ণ মুজাদ্দিদ ছিলেন না, এমনকি ইসলামের তেরশ বছরের ইতিহাসে কোন পরিপূর্ণ মুজাদ্দিদ তৈরি হননি। [আবুল আলা মওদূদী, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন (বাংলা)]

চিন্তা করুন, বিষয়টা ইসলাম ধর্মের কত বড় ব্যর্থতা, এটা কী সত্য হতে পারে!

ফিক্‌হ্‌র ইমামগণ ও কিতাবসমূহের উপর আক্রমণ

ইসলামী জ্ঞানসমূহের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইলমে ফিক্‌হ্‌। এর উপর মওদূদীর এতটাই ক্ষোভ যে, তিনি এর সংকলনকারী ইমামগণকে এবং এর উপর আমলকারীদেরকে গুনাহ্‌গার আখ্যা দিয়ে জাহান্নামী সাব্যস্ত করেন। মওদূদী লিখেন, “কিয়ামাতের দিন এসব গুনাহ্‌গারদের সাথে তাদের ধর্মীয় নেতারাও খেফতার হয়ে আল্লাহ্‌র আদালতে হাজির হবেন। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, ‘আমি কি তোমাদের এ জন্যই জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম যে, তোমরা তা কাজে লাগাবে না? আমার কিতাব ও আমার নবীর সুন্নাহ্‌ কি তোমাদের সামনে এজন্যই রাখা হয়েছিল যে, তোমরা এগুলো নিয়ে বসে থাকবে আর মুসলমানরা পথভ্রষ্ট হতে থাকবে? আমি আমার দীনকে সহজ বানিয়েছিলাম, তাকে কঠিন করে তুলার তোমাদের কি অধিকার ছিল? আমি তোমাদেরকে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছিলাম। এ দু'জনকে অতিক্রম করে নিজেদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করা তোমাদের ওপর কে ফরয করেছিল? আমি প্রতিটি কাঠিন্যের প্রতিষেধক এ কুরআনে রেখে দিয়েছিলাম, এটাকে স্পর্শ করতে তোমাদের কে নিষেধ করেছে? মানুষের লেখা কিতাবগুলোকে নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করার নির্দেশই বা তোমাদের কে দিয়েছে?' এ জিজ্ঞাসার জবাবে কোন আলেমেরই কানযুদ-দাকায়েক, হিদায়া ও আলমগীরীর রচয়িতাদের কোলে আশ্রয় পাওয়ার আশা নেই।" [আবুল আলা মওদুদী, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার (বাংলা), অনুবাদ : মুহাম্মাদ মূসা, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১১তম প্রকাশ : মার্চ ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৮১]

মায়হাবের উপর আক্রমণ

দুনিয়ার তামাম মুসলমান একমত যে, মাসআলা-মাসায়িলের ক্ষেত্রে যে কোন এক মায়হাবের অনুসরণ করা জরুরী। এর নামই তাকলীদ। মওদুদী এ তাকলীদের ব্যাপারে বলেন, “আমার মতে দ্বিনি ইলমের ক্ষেত্রে বুৎপত্তি রাখেন এমন ব্যক্তির জন্যে তাকলীদ নাজায়েয এবং গুনাহ, বরঞ্চ তার চাইতেও সাংঘাতিক।” [আবুল আলা মওদুদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (বাংলা), প্রথম খণ্ড, অনুবাদ : আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ষষ্ঠ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১৪৮] তার মতে, দীনী ইলমের ক্ষেত্রে বুৎপত্তি রাখার অর্থ হল কোন অফিসের কেরানী হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া। কেননা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কোন অফিসের কেরানী হওয়ার পর্যায়ে এবং তিনি নিজে তাকলীদ করতেন না। তিনি বলেন, “আহলে হাদীসের সব মত ও মাসায়ালাই যে সহীহ তা আমি মনে করি না। আর হানাফী বা শাফেয়ী কোন মায়হাবেরই পূর্ণাঙ্গ তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করতে হবে, তাও আমি মনে করি না।” [আবুল আলা মওদুদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (বাংলা), প্রথম খণ্ড, অনুবাদ : আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ষষ্ঠ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১৪৩]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ

ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ একে একে ধ্বংস করে মওদুদী তার নিজস্ব মতবাদের রূপরেখা পেশ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, “দ্বীন প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম।” [আবুল আলা মওদুদী, খুতবাত (উর্দু), নয়াদিল্লী : মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা : ৩২০] তিনি বলেন, “প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোন ধর্ম এবং মুসলমান কোন

জাতির নাম নয়। ইসলাম হচ্ছে মূলত এক বিপ্লবী মতবাদ ও মতাদর্শের নাম।” (আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমাত (উর্দু), প্রথম খণ্ড, নয়াদিল্লী : মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০১, পৃষ্ঠা : ৭৭) তিনি আরো বলেন, “আপনি হয়তো মনে করেন, হাত বেঁধে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, হাঁটুর ওপর হাত রেখে মাথা নত করা, মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা—শুধু এ কয়টি কাজই প্রকৃত ইবাদাত। হয়ত আপনি মনে করেন, রমযানের প্রথম দিন হতে শাওয়ালের চাঁদ উঠা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নাম ইবাদাত। আপনি হয়তো এটাও মনে করেন যে, কুরআন শরীফের কয়েক রুকু পাঠ করার নামই ইবাদাত, আপনি বুঝে থাকেন মক্কা শরীফে গিয়ে কা’বা ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করার নামই ইবাদাত। মোটকথা, এ ধরনের বাহ্যিক রূপকে আপনারা ‘ইবাদাত’ মনে করে নিয়েছেন এবং এ ধরনের বাহ্যিক রূপ বজায় রেখে উপরোক্ত কাজগুলো কেউ সমাধা করলেই আপনারা মনে করেন যে, ইবাদাত সুসম্পন্ন করেছে এবং ‘ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া’বুদুন’-এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। তাই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে সে একেবারে আযাদ—নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলা যে ইবাদাতের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে ‘ইবাদাত’ করার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।” [আবুল আলা মওদুদী, নামায-রোযার হাকীকত (বাংলা), অনুবাদ : মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৪৪তম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা : ৯] তিনি আরো বলেন, “আসলে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং যিক্র-তাসবীহ মানুষকে ঐ বড় ইবাদাতের জন্য তৈরি করার ট্রেনিংকোর্স।” (আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমাত (উর্দু), প্রথম খণ্ড, নয়াদিল্লী : মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০১, পৃষ্ঠা : ৬৯) অথচ কুরআন ও হাদীসে ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আমাল এবং ইহসান অর্থাৎ তাসাওউফকে দীন বলা হয়েছে। ইসলামকে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে দীন (আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম) বলা হয়েছে।

সূতরাং পাঠকগণ ভেবে দেখুন, মওদুদী কর্তৃক প্রবর্তিত জামায়াত-শিবিরের দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত আল্লাহ প্রদত্ত দীন কি এক?

মওদুদী চিন্তাধারার ফসল জামায়াত-শিবির

মওদুদী রচনাবলিতে বিদ্যমান কুরআন-হাদীস ও ইসলামী আকীদা বিরোধী কথাসমূহ জনসম্মুখে তুলে ধরা হলে জামায়াত-শিবিরের লোকেরা ধোঁকা দেয়ার জন্য বলে থাকে যে, আমরা জামায়াত-শিবির করি, আমরা মওদুদীকে মানি না। তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ জামায়াতের সাবেক আমীর মতিউর রহমান নিজামী বলেন, “মাওলানা মওদুদীর মৌলিক বই-পুস্তক যার উপর ভিত্তি করে জামায়াতে ইসলামী দাঁড়িয়ে আছে।” [মতিউর রহমান নিজামী, ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয় (বাংলা), ঢাকা : প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা : ২৭] জামায়াতের সাবেক আমীর গোলাম আযম বলেন, “জামায়াতে ইসলামী এবং মাওলানা মওদুদী এক ও অভিন্ন। মানব জাতির পথ নির্দেশিকার জন্যে যে কুরআন নাজেল হয়েছিল তাকে বর্তমান যুগোপযোগীরূপে উপস্থাপন করেছেন মাওলানা মওদুদী। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার ইচ্ছে থাকলে অবশ্যই মাওলানা মওদুদীর বইপত্র পড়তে ও বুঝতে হবে।” (দৈনিক ইনকিলাব, তারিখ : ০১.১০.১৯৯১ ঈসাব্দী) অধিকন্তু জামায়াত-শিবিরের সিলেবাসের দু’একটা বই বাদে বাকি সব বই-ই মওদুদী রচিত। এজন্য এদের গুমরাহী সম্পর্কে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় হাক্কানী উলামায়ে কিরাম রচনা, বক্তৃতা এবং ফাতওয়া’র মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে আসছেন।

মুসলিম মনীষীগণের চোখে মওদুদী

হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী খানবী রাহু.

[দারুল উলূম দেওবন্দের এক অনন্য নক্ষত্র। ভারতীয় উপমহাদেশের আলিমকুল শিরোমণি। বিশ্ব বিশ্রুত প্রতিভার অধিকারী। বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক। ইল্মে তাসাউফসহ মুসলমানদের জাগতিক জীবনযাত্রার ঋণ-বিচ্যুতি ও কুসংস্কার চিহ্নিতকরণ পূর্বক ইসলাম ও ইসলামী বিশুদ্ধ শিক্ষা সর্বস্তরের মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া এবং তাদের পরিশুদ্ধ ও সুমার্জিত জীবনের দীক্ষা প্রদানে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তিনি এ সংক্রান্ত প্রায় সহস্রাধিক গ্রন্থের প্রণেতা।]

জৈনিক ব্যক্তি খানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহিকে মওদুদীর পত্রিকা ‘তরজমান’ পাঠ করতে দিলে তিনি কয়েক লাইন পড়ে ইরশাদ ফরমান, “কথাগুলো

নাজাসত মিশ্রিত করে বলা হচ্ছে, বাতিলপন্থীদের কথা এ রকমই হয়ে থাকে।” এ কথা বলে পত্রিকাটি বন্ধ করে রেখে দেন। (তরজমানুল ইসলাম, লাহোর, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭ ঈসাব্দী)

‘খাতিমাতুস সাওয়ানিহ্’ কিতাবের ১৪৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, “হযরত থানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার দিল এ আন্দোলনকে কবুল করে না।” [হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ্., মওদুদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নয়র মৈ (উর্দু), সাহারানপুর : কুতুবখানায়ে এশাআতুল উলূম, পৃষ্ঠা : ৮]

শায়খুল ইসলাম সাযি়দ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্.

[বিশ্বের অন্যতম বিচক্ষণ আলিম। জ্ঞান সমুদ্র ও অবিস্মরণীয় নির্ভীক ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রপথিক। আযাদী আন্দোলনের মুজাহিদগণ তাঁকেই নিজেদের আমীর ও উপযুক্ত স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বরণ করে নেয়। তাঁর যুগেই ওয়ালী উল্লাহী আন্দোলন অগণিত পত্র পল্লবে সুসজ্জিত ও বিকশিত হয় এবং অবিচল গতিতে পরিপূর্ণতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে। অবশেষে এ উপমহাদেশ বৃটিশের কবল থেকে মুক্তি লাভ করে। ইল্মে হাদীসের বৃহত্তর বিকাশেও তাঁর অবদান অপরিসীম। দীর্ঘ প্রায় ১৮ বৎসর যাবৎ মাদীনাতুন মুনাওয়ারার মাসজিদে নববীতে হাদীসের অধ্যাপনা করেন এবং দারুল উলূমের ইল্মী ফয়েয জগত জুড়ে ছড়িয়ে দেন। অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দে হাদীসের অধ্যাপনাকালেও তাঁর হাতে অতীতের সকল যুগের তুলনায় সর্বাধিক সংখ্যক প্রথিত যশা বিশ্ব বরণ্য ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়। তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি ছিলেন।]

এ দল পথদ্রষ্ট। এর আকাইদ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। এ দলের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করা এবং সাহায্য করা জাযিয় নয়। এর প্রচেষ্টা প্রকৃত ইসলামের জন্য নয়, বরং মওদুদী প্রবর্তিত নামধারী এক নতুন ইসলামের জন্য। এ দলের লোকেরা সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং নিজের বাধ্য করার জন্য ইসলাম ও দীনের নাম নিয়ে থাকে। দীনী ইল্মে অপারদর্শী ব্যক্তিবর্গ বুঝে যে, এটাই আসল ইসলাম ও দীন। এদের বই-পুস্তিকায় দীনের রূপে এমন সব বদদীনী ও ইল্হাদের কথাসমূহ বিদ্যমান যা বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও অজ্ঞ মানুষ বুঝতেই পারে না। মোটকথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিয়ে আসা ইসলাম যার উপর উম্মাতে মুহাম্মাদিয়া সাড়ে তেরশ বৎসর যাবৎ আমাল করে আসছে তা থেকে একেবারেই আলাদা।

আপনাদের উপর আমার আশা যে, এ ফিতনা থেকে মুসলমানদেরকে বাঁচানোর জন্য নিরবতা, অবহেলা ও উদারভাবে যেন জায়য না রাখেন। শেখ সাদী যথার্থই বলেছেন : *درختی که اکنون گرفت ست پائے☆ بنیروں شخے برآید جائے* অর্থাৎ যে বৃক্ষটি সবেমাত্র তার শিকড় বিস্তার করেছে তা এক ব্যক্তির শক্তির প্রয়োগ দ্বারাই উপড়ে ফেলা সম্ভব।

অতএব, এর প্রতিরোধে আমাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। [হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ., মওদুদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নয়র মেঁ (উর্দু), সাহারানপুর : কুতুবখানায়ে এশাআতুল উলূম, পৃষ্ঠা : ৮-৯]

মুফতীয়ে আযম মুহাম্মাদ কিফায়াতুল্লাহ রাহ.

[দারুল উলূম দেওবন্দের গর্ব, জ্ঞান সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ। উপমহাদেশের প্রধান মুফতী। সাবেক সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ।]

মওদুদী জামায়াতের প্রধান মৌলবী আবুল আলা মওদুদীকে আমি চিনি। সে কোন নির্ভরযোগ্য আলিমের ছাত্র কিংবা ফয়েযপ্রাপ্ত নয়। যদিও তার দৃষ্টিতে নিজ অধ্যয়নের প্রশস্ততা হিসেবে বিস্তৃত, তবে দীনী দিকটা দুর্বল। ইজতিহাদের ভাবও দেখা যায়। এ কারণে তার রচনাবলীতে বড় বড় উলামা এমনকি সাহাবায়ে কিরামের উপরও বহু আপত্তি রয়েছে। তাই মুসলমানদের এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকা কর্তব্য এবং এ আন্দোলনের সাথে মিলামিশা, সম্পর্ক ও ইত্তিহাদ না রাখা উচিত। তার রচনাসমূহ বাহ্যিক অবস্থায় মনঃপূত ও ভাল অনুভূত হয়, কিন্তু এতে এমন ধরনের কথা দিলে বসে যায় যা মনমস্তিককে স্বাধীন করে দেয় এবং বুয়ুর্গানে ইসলামের ব্যাপারে খারাপ ধারণার সৃষ্টি করে দেয়। [মাকতুবে হিদায়াত, দেওবন্দ : কুতুবখানায়ে এযাযিয়া, পৃষ্ঠা : ২১]

শায়খুল হাদীস মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলবী রাহ.

[বিশ্বের অন্যতম হাদীস বিশারদ, আলমে ইসলামের শ্রদ্ধেয় বুয়ুর্গ, ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক এবং তাবলীগ জামাআতের নিসাবসহ বহু কিতাবের প্রণেতা। সাবেক বিভাগীয় প্রধান, দারুল হাদীস, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর।]

মওদুদী জামায়াত এবং জামায়াতের সাহিত্য সাধারণ মানুষের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, হিদায়াতের ইমামগণের অনুসরণ থেকে স্বাধীন ও

সম্পর্কহীন করে দেয় যা তাদের জন্য ধ্বংসের ও গুমরাহীর কারণ হয়ে থাকে। এটাকে যারা সাধারণ মনে করেন তাদের সম্ভবত জামায়াতের বাড়াবাড়ির সাথে মিলামিশার কোন সুযোগ আসে না যদ্বারা তারা ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করতে পারেননি। মোটকথা আমি এই দলে শরীক হওয়া বা এদের সাহিত্য পড়াকে মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতিকর মনে করি। [হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ., মওদুদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নয়র মৌ (উর্দু), সাহারানপুর : কুতুবখানায়ে এশাআতুল উলুম, পৃষ্ঠা : ১০]

মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান শাফী উসমানী রাহ.

[আকবিরে দারুল উলূমের এক মহামনীষী, প্রথিত যশা ইসলামী চিন্তাবিদ, পাকিস্তানের প্রধান মুফতী এবং প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন। বিখ্যাত ‘তাকসীরে মাআরিফুল কুরআন’ সহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। সাবেক বিভাগীয় প্রধান, দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ। সাবেক মুহতামিম, দারুল উলূম করাচী। সাবেক সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান।]

আমার বর্তমান লেখার সাথে পূর্বের লেখনীর মিল থাকলে তো ঠিকই আছে। আর যদি পূর্বের লেখনীর কোন বিষয় বর্তমান লেখার পরিপন্থী হয় তাহলে তাকে মানসুখ বুঝে নিতে হবে এবং আমার মতের উদ্ধৃতির জন্য কেবলমাত্র নিচের লেখার উপর নির্ভর করা যাবে।

আমার কাছে মাওলানা মওদুদী সাহেবের বুনিয়াদী ভুল এটাই যে, তিনি আকাইদ ও মাসাইলে নিজ ইজতিহাদের অনুসরণ করেন যদিও তা জুমহূর উলামায়ে সালাফের খেলাফ হয়ে থাকে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ইজতিহাদের স্তরের জন্য যেসব শর্তের প্রয়োজন তা তার মধ্যে বিদ্যমান নেই। এই বুনিয়াদী ভুলের কারণে তার সাহিত্যে অনেক কথা ভুল এবং জুমহূর উলামায়ে আহলে সুন্নাতের পরিপন্থী।

এছাড়া তিনি তার রচনাবলিতে পূর্বসূরি উলামায়ে কিরাম এমনকি সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম সম্পর্কে যে ধরনের সমালোচনা করেছেন তা মারাত্মক ভুল। বিশেষত তিনি ‘খিলাফাত ওয়া মুলুকিয়াত’ গ্রন্থে কোন কোন সাহাবীর কেবল সমালোচনাই করেননি বরং তাঁদেরকে নিন্দা, ভর্ৎসনার টার্গেট বানিয়েছেন। এ বিষয়ের প্রতি বিভিন্ন মহল থেকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি যে হঠকারিতা ও জিদ অবলম্বন করেছেন তা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের জুমহূর উলামায়ে কিরামের ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আর তার সাহিত্যের কুপ্রভাবে পাঠকদের মধ্যে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাতে সালাফে সালিহীনের উপর প্রত্যাশিত আস্থা ও বিশ্বাস থাকে না। অথচ আমাদের সকলের মতে এ আস্থা ও বিশ্বাসই হচ্ছে দীন সুরক্ষার সুদৃঢ় দুর্গ। এ সীমালঙ্ঘনের সাথে সাথে পূর্ণ নেকনিয়ত, সততা, ইখলাস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ ভুল ও গুমরাহীর পথে ধাবিত হয়ে যায়।

আল্লামা যাকর আহমাদ উসমানী রাহ্.

[প্রাক্তন সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম তাঁর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভোধন করা হয়।]

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ ব্যক্তি মুনকিরে হাদীস (হাদীস অস্বীকারকারী)। ইসলামের গণ্ডি থেকে যদিও খারিজ নয়, তবে গুমরাহ্ ও বিদআত সৃষ্টিকারী। এ ধরনের লোক থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা কর্তব্য। এর কথার উপর কখনো নির্ভর করতে নেই। একে বড় জাহিল মনে করা উচিত। [হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ্., মওদুদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নয়র মেঁ (উর্দু), সাহারানপুর : কুতুবখানায়ে এশাআতুল উলূম, পৃষ্ঠা : ১৩]

মুফতী সায়্যিদ মাহদী হাসান রাহ্.

[মুফতীয়ে আযম, দারুল উলূম দেওবন্দ]

মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হল ‘জামায়াতে ইসলামী’ থেকে দূরে থাকা। এতে শরীক হওয়া জীবননাশকারী বিষপান তুল্য। আর মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হল অপরাপর মুসলমানদেরকে জামায়াতে ইসলামীতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা যাতে তারা গুমরাহ্ না হয়। এ দলের ক্ষতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশি। এ ব্যাপারে কোন ধরনের সহানুভূতি, অবহেলা, অমনযোগিতা প্রদর্শন জাযিয় নয়। এ দলের প্রতি আহ্বান কিংবা এ দলের সাহায্য বা কোন প্রকারের সহায়তা দ্বারা সওয়াবের প্রত্যাশা করা যায় না, বরং এমন ব্যক্তি গুনাহ্গার ও অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে এবং পাপাচারের প্রতি আহ্বানকারী হিসেবেই পরিগণিত হবে। এ দলের কেউ কোন মাসজিদে ইমামতি করলে তার পিছনে নামায পড়া মাকরুহ্ হবে। [আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসূফ বিনৌরী রাহ্., আল-উস্তায়ুল মওদুদী (আরবী), পৃষ্ঠা : ৫০]

আল্লামা গোলাম গাউস হাযারবী রাহ্.

[সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান।]

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর পরে পাক-ভারতে আরো বহু ফিতনা পয়দা হয়েছে। কিন্তু মওদুদী ফিতনাই তার মাধ্যে সর্বশেষ মারাত্মক ফিতনা। ইসলামের লেবেল থাকার কারণে অশিক্ষিত সাদাসিধে মানুষ এই ফিতনার শিকারে পরিণত হয়ে বসে। দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরাও মওদুদী সাহেবের চটকদার ধোঁকায় পড়ে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদসমূহকে প্রকৃত ইসলাম বুঝে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “কতক লোকের ভাষায় যাদুর মত আসর করে।” [আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির রাহ্., ইসলামের নামে একটি নূতন ধর্ম (বাংলা), কলিকাতা : মদনী মিশন বুক ডিপো, প্রকাশকাল : ১৯৭৫ ঈসাব্দী, পৃষ্ঠা : ১১০]

মুহাদিসে কাবীর আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী রাহ্.

[বিশ্ব বিখ্যাত প্রতিভার অধিকারী, বিশ্ব বরেন্য আলিম এবং যুগশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ। প্রতিষ্ঠাতা, মাদরাসা-ই আরাবিয়া নিউটাউন, করাচী। প্রাক্তন সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া পাকিস্তান। সাবেক আমীর, মাজলিসে তাহাফুযে খাত্মে নুবুওয়াত পাকিস্তান।]

এ সংকটপূর্ণ যুগে সবচেয়ে বড় ফিতনা হল ঈমান ধ্বংসের বিপদ এবং সবচেয়ে বড় খিদমাত এই যে, এ ধরনের ফিতনাসমূহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। মওদুদী সাহেবের পুস্তকাদি, প্রবন্ধাবলি ও লেখাসমূহের মধ্যে এমন ধরনের ভয়ঙ্কর তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান যদ্বারা নিয়মানুসারে ইল্মে দীনের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত নতুন বংশধর কেবল গুমরাহ্ ও পথভ্রষ্টই হবে না, বরং পরিষ্কার কুফরে পতিত হয়ে যাবে। [হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রাহ্., মওদুদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নয়র মৈ (উর্দু), সাহারানপুর : কুতুবখানায়ে এশাআতুল উলূম, পৃষ্ঠা : ৪]

মুফতী রশীদ আহমাদ লুখিয়ানবী রাহ্.

[প্রথিত যশা ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশ্ব বরেন্য আলিম ও পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুফতী। বিখ্যাত ‘আহসানুল ফাতাওয়া’সহ বহু কিতাবের প্রণেতা। সাবেক

মুহতামিম, আশরাফুল মাদারিস নাজিমাবাদ। সাবেক শায়খুল হাদীস, দারুল উলুম করাচী]

১. জামায়াতে ইসলামী আহলুস সুন্নাহ বহির্ভূত এবং নিজস্ব নির্ধারিত আকাইদ দ্বারা সাধারণ মুসলমান থেকে পৃথক একটা ফিরকা।
২. তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা জাযিয় নয়।
৩. তাদের সাথে আত্মীয়তা করা বৈধ নয়।
৪. এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো জাযিয় নয়।

যদি কোন মাসজিদে এ আকীদার ইমাম থাকে তবে তাকে বরখাস্ত করার চেষ্টা করা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের উপর ফরয। মাসজিদ কমিটি যদি এ ইমাম বদলাতে রাযি না হয় তাহলে মহল্লাবাসীদের উপর ফরয হবে এ কমিটি বর্জন করে অপর বিশুদ্ধ আকীদাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা। [মুফতী রশীদ আহমাদ লুখিয়ানবী রাহ., আহসানুল ফাতাওয়া (উর্দু), প্রথম খণ্ড, দিল্লী : বাংলা ইসলামিক একাডেমি, দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৮ ঈসাবী, পৃষ্ঠা : ৩২৯]

আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ.

মধুর নামে বিষ

জনৈক ভদ্রলোক পরোপকার এবং লোক সেবার নামে সকলের বাড়িতে সকলে যাতে অতি সহজে সুমিষ্ট ফল খেতে পারে সেজন্য সকলকে বললেন যে, আমি তোমাদের বাড়িতে সুমিষ্ট লেংড়া আমের বীজ লাগিয়ে গেলাম। আসলে ঐ ফলটি ছিল তিক্ত-বিষাক্ত বিষবৃক্ষের বিষফল, লেংড়া আম নয়। কিন্তু আমার মত স্থূলদর্শী অজ্ঞ যারা তারা মনে করল যে খুব ভাল হল, আমরা সহজে সুমিষ্ট লেংড়া আমের ফল খেতে পারব। ঐ ভদ্রলোক দৃষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন :

১. আল্লাহর রাসূল ব্যতীত সত্যের মাপকাঠি আর কাউকেও মানা যাবে না।
২. আল্লাহর রাসূল ব্যতীত অন্য কাউকেও সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা যাবে না।
৩. রাসূলে খোদা ব্যতীত অন্য কারো যিহ্নী গুলামী অর্থাৎ নির্বিচারে অনুকরণ-অনুসরণ করা যাবে না। (দস্তুরে জামায়াতে ইসলামী)

কথা কটি কত সুন্দর! আমরা মনে করলাম শির্ক-বিদআতের সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল, তাওহীদের আলোকে জগত আলোকিত হয়ে উঠল। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন আলিমগণ বুঝলেন মনে হয় এতে যেন কি তিক্ত

বিষাক্ত বিষ মাখানো আছে। বছর তিরিশেক পরে যখন ঐ গাছ শাখা-প্রশাখা, ফুল-পাতা ছাড়ল তখন আমরা যারা স্থূলদর্শী ছিলাম তারাও বুঝলাম এ তো লেংড়া আম নয়, এটা তিক্ত বিষাক্ত বিষবৃক্ষের বিষফল। বিষবৃক্ষও সাধারণ বিষবৃক্ষ নয়, যা মানুষের দৈহিক জীবন নাশ করে, বরং এটা এমন বিষবৃক্ষ যাতে মানুষের রূহানী জিন্দেগী ধ্বংস করে এবং মূল ঈমানকে বিনষ্ট করে।

সেই বিষবৃক্ষ কি? সেই বিষবৃক্ষ অর্থাৎ অতি গোপনে অতি সন্তর্পণে সাহাবায়ে কিরামের উপর থেকে বিশ্বাস উঠিয়ে দেয়া। আর সাহাবাদের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই কুরআন-হাদীস থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়া এবং কুরআন-হাদীস থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়ার অর্থই ঈমানহারা হয়ে চির জাহান্নামী হওয়া। এজন্যই এ বিষবৃক্ষকে মূল ঈমান ধ্বংসকারী বলা হয়েছে। এজন্যই সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীন ও সমস্ত আইম্মায়ে বুয়ুর্গানে দ্বীনের তরফ হতে এ বিষয় আকীদা-ঈমানের বিশেষ অঙ্গরূপে লেখা রয়েছে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিন্দুমাত্র সুহবতও যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে কারো (নিম্নতম একজনেরও) গুণচর্চা ব্যতিরেকে দোষচর্চা আমরা করব না।” এটা আমাদের ঈমান ও ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ।

সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার কিতাব সর্বমান্য ‘শরহে আকীদাতুত তাহাবী’র ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ইজমায়ী আকীদা হিসেবে উল্লেখ রয়েছে, “আমাদের উপর ওয়াজিব আমরা কোন একজন সাহাবীরও গুণচর্চা ব্যতীত দোষচর্চা না করি, কারণ সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং মুহাব্বাত রাখা আমাদের ধর্মের ও ঈমানের প্রধান অঙ্গ এবং আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রধান জরিয়া (অবলম্বন)।” [আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ., ভুল সংশোধন (বাংলা), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দশম সংস্করণ : জুন ২০১০, পৃষ্ঠা : ১৬-১৮]

[অতঃপর সর্বশ্রেণীর সাহাবার উপর মওদুদীর জঘন্য হামলার দীর্ঘ পর্যালোচনা পূর্বক বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তা খণ্ডন করে লেখেন]

আপন অপরাধের ভুল ব্যাখ্যা

মওদুদী সাহেব তার ‘খিলাফাত ওয়া মুলুকিয়াত’ কিতাবের শেষ ভাগে আপন অপরাধের ভুল ব্যাখ্যাও দান করেছেন যা দেখলে প্রত্যেকটি ঈমানদার মুসলমানের অন্তর আরো অধিক ব্যথিত হয়ে উঠতে বাধ্য হয়, কেননা এখানেও তিনি তিন প্রকারের ভুল করেছেন :

প্রথম ভুল

যেগুলো সাহাবায়ে কিরামের ভুল নয় বরং গুণেরই সমাবেশ সেগুলোকে তিনি ইসলামদ্রোহীদের লেখার ভিত্তিতে ভুল বলে প্রমাণ করতে অপচেষ্টা করে সেই ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করে লওয়াকেই গৌরবের বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় ভুল

পরিশিষ্টে দ্বিতীয় ভুল মওদুদী সাহেব এই করেছেন যে, তিনি মিথ্যা রাবীদের মিথ্যা জাল বর্ণনার ভিত্তিতে নিজের মিথ্যা দাবীর সাফাই গাইতে হাস্যকর চেষ্টা করেছেন।

তৃতীয় ভুল

পরিশিষ্টে তৃতীয় ভুল এই করেছেন যে, যেখানেই তিনি সাহাবায়ে কিরামের শানে গোস্তাখী এবং শালীনতা বিবর্জিত বাক্য জোরের সাথে ব্যবহার করার দুঃসাহস করেছেন তার গুরুত্বই তিনি উক্ত সাহাবী সম্পর্কে বড় বড় সম্মানসূচক বুলি আওড়িয়ে পরক্ষণেই নিজের ভেতরকার কুৎসিত রূপের দ্বারা কদর্যভাবে তাঁদের উপর আক্রমণাত্মক কটাক্ষ করেছেন, এভাবে মওদুদী সাহেব সাধারণ পাঠকদিগকেও মস্ত বড় ধোঁকা দিতে অপপ্রয়াস করেছেন। [আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ., ভুল সংশোধন (বাংলা), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দশম সংস্করণ : জুন ২০১০, পৃষ্ঠা : ১১৯-১২০]

এখন রয়ে গেছে একটি প্রশ্ন

মওদুদী সাহেব যদি এ ভুলগুলো সংশোধন করে ঘোষণা দিয়ে না দেন তবে মওদুদী সাহেবের দ্বারা পরিচালিত জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা জায়য হবে কি না?

উত্তর

যাবত পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী জামায়াতের মূলনীতিতে এ ঘোষণা দিয়ে না দিবেন যে, “আমরা মওদুদী সাহেবের ঐ ভুলসমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করেছি” তাবত পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা, কাজ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়য হবে না। যারা সাহাবায়ে কিরামের দোষচর্চায় লিপ্ত তারা যে কেউই হন না কেন, তাদেরকে ইমাম বানিয়ে পেছনে নামায পড়া কিছুতেই জায়য হবে না। কারণ, যেহেতু তারা সাহাবায়ে কিরামের দোষচর্চার কারণে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হতে খারিজ হয়ে গেছে।

গুনাহর কাজ হতে তাওবা করার নিয়ম এই যে, হাদীস শরীফে এসেছে, “গোপন পাপের তাওবা গোপনভাবে, প্রকাশ্য পাপের তাওবা প্রকাশ্যভাবে করতে হবে।” যে কেউ কোন একজন সাহাবীর মিথ্যা দোষচর্চা করেছেন, তার অবশ্য উপরোক্ত নিয়মে তাওবা করতে হবে। [আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ., ভুল সংশোধন (বাংলা), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দশম সংস্করণ : জুন ২০১০, পৃষ্ঠা : ১২৪]

আকাবিরে উম্মাতের সর্বসম্মত ফাতওয়া

[১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ১লা আগস্ট জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দিল্লীস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উলামা-মাশায়িখের সম্মেলনে মওদুদী সাহেব ও তার মতবাদ সম্পর্কে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে উপস্থিত আলিমগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ১. মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রাহ., ২. শায়খুল ইসলাম সায্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ., ৩. হাকীমুল ইসলাম কারী তায়্যিব রাহ., সাবেক মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ৪. মাওলানা আবদুল লতীফ রাহ., সাবেক মুহতামিম, মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর, ৫. মাওলানা হাফিয যাকারিয়া রাহ., শায়খুল হাদীস, মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর, ৬. মুফতী সাঈদ আহমাদ রাহ., মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর, ৭. আল্লামা সাঈদ আহমাদ দেহলবী রাহ., ৮. শায়খুল আদব ইয়ায আলী রাহ., দারুল উলুম দেওবন্দ, ৯. মওলানা হাবীবুর রাহমান লুখিয়ানবী রাহ., ১০. আল্লামা সায্যিদ মুহাম্মাদ মিয়া রাহ. প্রমুখ।]

মওদুদী সাহেব ও ‘জামায়াতে ইসলামী’র সাহিত্য সাধারণ মানুষের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, হিদায়াতের ইমামগণের অনুসরণ থেকে স্বাধীন ও সম্পর্কহীন করে দেয় যা তাদের জন্য ধ্বংস ও গুমরাহীর কারণ হয়ে থাকে। দীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী মানুষের জন্য সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী বুয়ুর্গদের সাথে যে সম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য তাতে শিথিলতা এসে যায়। এছাড়াও মওদুদী সাহেবের অনেক গবেষণা, তথ্য সম্পূর্ণভাবে ভুল এবং তার চিন্তা-চেতনা থেকে নতুন আঙ্গিকে আরেক ফিতনার সৃষ্টি হয়েছে যা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জন্য অনিবার্য ক্ষতিকর। এ কারণেই আমরা তার চিন্তা-চেতনার দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনকে ভ্রান্ত ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে করি। এর সাথে আমাদের সকলের সম্পর্কহীনতারও ঘোষণা দিচ্ছি। [মাসিক দারুল উলুম (উর্দু), যীকা’দা ১৩৭০ হিজরী; দৈনিক আল-জমিয়ত (উর্দু), ৩ আগস্ট ১৯৫১ ঈসাব্দী]

তানযীমে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ

[সংগঠনটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ৬১৭ জন আলিম মওদুদী ও তার মতবাদে বিশ্বাসী ‘জামায়াতে ইসলামী’ সম্পর্কে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত পেশ করেন]

মওদুদীপন্থী জামায়াতে ইসলামী আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত একটা গোমরাহ্ ফিরকা। এ গোমরাহ্ ফিরকায় যোগদান করা, সর্ব প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন করা এবং ইমাম নিযুক্ত করা, এদের সাথে আত্মীয়তা করা, এদেরকে ইসলামের নামে ভোট দেয়া বা ভোট দেয়ার সমর্থনে কথা বলা শরীআতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজাযিয়। এই মতবাদের ধারক-বাহক ও এদের সাথে সম্পর্কিত সকল সহযোগী শক্তি হকপন্থী উলামা-মাশায়িখে কিরামের দৃষ্টিতে গোমরাহ্ এবং তারা মারাত্মক প্রতারণার শিকার।” [উলামা-মাশায়েখের আহ্বান : মওদুদীপন্থী জামাত-শিবির ফিতনা থেকে সতর্ক থাকুন (বাংলা), প্রকাশক : আল্লামা শামসুদ্দীন কাসিমী রাহ্. ও মাওলানা নূর হুসাইন কাসিমী, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা : ৩৭-৩৯]

আরো যেসব বিশ্ববিখ্যাত উলামায়ে কিরাম মওদুদী ফিতনা সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

০১. হাকীমুল ইসলাম কারী তায়্যিব রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
০২. শায়খুল আদব এ'যায় আলী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
০৩. আল্লামা সায্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
০৪. আল্লামা সাঈদ আহমদ শায়খে হাইলাকান্দী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
০৫. আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
০৬. আল্লামা মানযূর নুমানী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
০৭. ফিদায়ে মিল্লাত সায্যিদ আস্‌আদ মাদানী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
০৮. ফখ্রে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
০৯. মাওলানা আবদুল করীম শায়খে কৌড়িয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
১০. মাওলানা আবদুল মতীন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী রাহ্.
১১. মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুর রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
১২. মাওলানা বশীর আহমাদ শায়খে বাঘা রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
১৩. আল্লামা শফীকুল হক শায়খে আকুনী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি
১৪. মাওলানা আবদুল হক শায়খে গাজীনগরী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি

১৫. শায়খ আবদুল্লাহ্ হরিপুরী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
 ১৬. মুফতী নূরুল হক শায়খে জকিগঞ্জী দামাত বারাকাতুহুম
 ১৭. মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দামাত বারাকাতুহুম
 ১৮. মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম
 ১৯. মাওলানা উবাইদুল হক রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি, সাবেক খতীব, বায়তুল মুকাররাম, ঢাকা।
 ২০. মাওলানা শাহ্ আহমাদ শাফী দামাত বারাকাতুহুম, মুহতামিম, দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

টিকা : ১. শীআ'র কয়েকটি মৌলিক আকীদা

বার ইমামে বিশ্বাস : শীআ সম্প্রদায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তী ১২ জন ব্যক্তিকে ইমাম বলে বিশ্বাস করে, আর এ বিশ্বাস তাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইমামগণ রাসূল ও নিষ্পাপ ছিলেন। এমনকি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর ঈমান আনা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও ওয়াজিব ছিল। ইমামগণের মর্যাদা সম্পর্কে ইরানের শীআ বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনী লিখেন, “আমাদের ধর্মীয় আকীদা এই যে, আমাদের বার ইমামের উচ্চ মর্যাদার স্তরে আল্লাহর নিকটবর্তী কোন ফিরিশতা ও তাঁর প্রেরিত কোন রাসূল পৌছতে পারবেন না।” [আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনী, আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া (আরবী)] তিনি আরো লিখেন, “মৃত্যুর সময় শাহাদাতাইন ও বার ইমামের স্বীকারোক্তির তালকীন দেয়া মুস্তাহাব।” [আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনী, তাহরীরুল ওয়াসীলা (আরবী), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৫]

কুরআন সম্পর্কে বিশ্বাস : এ কুরআন আসল কুরআন নয়, বরং তা বিকৃত ও ভুল। সাহাবায়ে কিরাম বিশেষত আবু বাকর, উমার ও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাঁদের স্বার্থে তা বিকৃত করেছেন (নাউযু বিল্লাহ)। আসল কুরআন সতের হাজার আয়াতবিশিষ্ট যা আহলে বায়তের কাছে সংরক্ষিত ছিল। দ্বাদশ ইমাম এটা নিয়ে একটা গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। কিয়ামাতের পূর্বে তিনি তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। এছাড়া তারা তাদের দ্রষ্ট আকীদার পক্ষে দলীলস্বরূপ কুরআনের বেশ কয়েকটা আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছে। (উসূলে কাফী দ্রষ্টব্য)

সাহাবা বিদ্বেষ : তাদের বিশ্বাস যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর চার জন সাহাবী ব্যতীত বাকি সবাই মুরতাদ হয়ে

গিয়েছিলেন। এমনকি প্রথম তিন খলীফা আবু বাকর, উমার, উসমান এবং আম্মাজান আয়িশা ও হাফসা রাযিআল্লাহু আনহুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই মুনাফিক ছিলেন। তাদের কিতাবে আছে, “জাহান্নামে আগুনের একটা কূপ আছে। এর মধ্যে আগুনের একটা বাক্স আছে। জাহান্নামীগণ এর তাপ থেকে পানাহ্ চায়। ঐ বাক্সে বার ব্যক্তি বন্দি আছে। ছয় জন পূর্ববর্তী উম্মাতের, আর বাকি ছয় জন এ উম্মাতের। পূর্ববর্তী উম্মাতের ছয় জন হল কাবীল, নমরুদ, ফিরআউন, সালেহ্ আলাইহিস সালামের উষ্ট্রীর ঘাতক ও বনী ইসরাঈলের দু'জন এবং এ উম্মাতের ছয় জন হচ্ছে (নাউযু বিল্লাহ) আবু বাকর, উমার, উসমান, মুআবিয়া, নাহরাওয়ান ও ইবনে মুলজিম।” [মুহাম্মাদ বাকির মজলিসী, হাক্কুল ইয়াকীন (আরবী), তেহরান : ইনতেশারাতে কায়িম, পৃষ্ঠা : ৫০৩]

মওদুদীবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন

আল্লামা মুফতী নূরুল হক জকিগঞ্জী
দামাত বারাকাতুহুম রচিত তথ্যবহুল কিতাব

ভ্রান্তির ধূস্রজালে ইসলাম

ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

তথ্যসমৃদ্ধ বিশদ বর্ণনামূলক কালজয়ী কিতাব

ইসলাম ও মওদুদীবাদ

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন :

➡ মাকতাবাতুল মাআরিফ
৫/২, হাজী কুদরত উল্লাহ্ মার্কেট
বন্দর বাজার, সিলেট।

➡ মাকতাবাতুশ শামস
৭, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মার্কেট
বন্দর বাজার, সিলেট।

মওদুদী চিন্তাধারার ভ্রান্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আরো জানতে হলে পড়ুন

আরবী ও উর্দু ভাষায় রচিত কিতাবাদি

০১. আল উস্তাযুল মওদুদী
আল্লামা ইউসুফ বিনৌরী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০২. ফিতনায়ে মওদুদিয়াত
শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৩. মওদুদী দস্তুর আওর আকাইদ কী হাকীকত
শায়খুল ইসলাম সায্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্.
০৪. ঈমান ওয়া আমাল
শায়খুল ইসলাম সায্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্.
০৫. মাকতূবে হিদায়াত
শায়খুল ইসলাম সায্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্.
০৬. আসরে হাযির মৈ দীন কী তাফহীম ওয়া তাশরীহ
আল্লামা সায্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রাহ্.
০৭. মাওলানা মওদুদী কে সাথ মেরী রিফাকত কী সারগুযাশ্ত
আল্লামা মানযূর নুমানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৮. আয়নায়ে তাহরীকে মওদুদিয়াত
মুফতী মাহদী হাসান রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৯. তাবীর কী গালাতী
মাওলানা ওয়াহীদুদ্দীন খান
১০. দীন কী সিয়াসী তাবীর
মাওলানা ওয়াহীদুদ্দীন খান
১১. তাহরীকে জামায়াতে ইসলামী এক তাহকীকী মুতালায়া
ড. ইসরার আহমাদ
১২. মাকামে সাহাবা
মুফতীয়ে আযম শাফী উসমানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
১৩. হযরত মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু আওর তারীখী হাকায়িক
মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুল্হম
১৪. ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, প্রথম খণ্ড
মুফতী মাহমুদ গাংগুহী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
১৫. আহসানুল ফাতাওয়া, প্রথম খণ্ড
মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
১৬. এখতেলাফে উম্মাত আওর সিরাতে মুস্তাকীম
আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
১৭. মওদুদী সাহেব আকাবিরে উম্মাত কী নয়র মৈ
মাওলানা হাকীম আখতার রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি

মওদুদী চিন্তাধারার ভ্রান্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আরো জানতে হলে পড়ুন

বাংলা ভাষায় প্রণিত বইসমূহ

০১. মাওলানা মওদুদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
রচনা : আল্লামা মানযূর নুমানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
ভাষান্তরে : মাওলানা নূরুল কবীর আনসারী
০২. জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র ও মওদুদী আকীদার স্বরূপ
মূল : শায়খুল ইসলাম সায্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহ্.
ভাষান্তরে : আবু সাবির মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্
০৩. ঈমানের আলোকে নবী ও সাহাবী
আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ দামাত বারাকাতুহুম
০৪. ভ্রান্তির ধূস্রজালে ইসলাম
মূল : মুফতী নূরুল হক জকিগঞ্জী দামাত বারাকাতুহুম
অনুবাদ : তুফায়েল আহমাদ চৌধুরী
০৫. সাহাবাদের মান
আল্লামা মুহাম্মাদ তাহির রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৬. ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া রা.
মূল : মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম, সাবেক বিচারপতি,
সুপ্রিম কোর্ট, পাকিস্তান।
অনুবাদ : আবু তাহের মেসবাহ্
০৭. ভুল সংশোধন
আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
০৮. সত্যের মাপকাঠি
মাওলানা আবদুল মতীন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ী রাহ্.
০৯. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা
মূল : আল্লামা সায্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রাহ্.
অনুবাদ : মাওলানা আবদুল্লাহ্ ফারুক
১০. উলামা-মাশাইখের দৃষ্টিতে মওদুদী ও মওদুদীবাদ
মূল : হাকীম আখতার রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
অনুবাদ : মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া
১১. মওদুদীবাদের স্বরূপ সন্ধান
মূল : মুফতী মাহমুদ গাংগুহী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
অনুবাদ : নাসীম আরাফাত ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবু মুসা
১২. মওদুদী সাহেব ও ইসলাম
মূল : মুফতী রশীদ আহমাদ লুথিয়ানবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি
অনুবাদ : মাওলানা মুজীবুর রহমান চাঁদপুরী

জামায়াত-শিবিরের সমর্থকগণ একটু ভাবুন

১. জামায়াত-শিবিরে যোগদানের আগে নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে আপনার কি কোন সন্দেহ ছিল?
২. জামায়াত-শিবিরে প্রবেশের আগে সাহায্যে কিরাম বিশেষত উসমান, মুআবিয়া রাযিআল্লাহু আনহুমের উপর কি আপনার কোন কুধারণা ছিল?
৩. উলামায়ে উম্মাতের ব্যাপারে যে কুধারণা আপনার মনে এখন আছে, জামাত-শিবিরে প্রবেশের আগেও কি তা ছিল?
৪. জামায়াত-শিবির ব্যতীত মুসলমানদের সব মাসলাককে কি আপনি ভ্রান্ত মনে করতেন?

যদি জবাব ‘না’ হয়, আর নিশ্চিতভাবে ‘না’ হবেই; তাহলে ইনসাফ করে বলুন, জামায়াতে ইসলামী যার আগে কোন অস্তিত্ব ছিল না সাধারণ মুসলমান থেকে আলাদা একটি নতুন ধর্ম নয় কি? এবং আপনি কি নিজেকে সাধারণ মুসলমান থেকে পৃথক মনে করেন না?

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে সকল নতুন ধর্মের ফিতনা থেকে হিফাযাত করুন এবং পুরনো দ্বীনের উপর টিকিয়ে রাখুন, আমীন।